ভোরের কাগজ
তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩
AUG. 20

গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট অনুদানের মাত্র ১০ ভাগ শিক্ষা কাজে ব্যয় হয়

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদেরকে দেওয়া মোট অনুদানের মাত্র ১০ ভাগ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কাজে ব্যয় করে। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বেতন, ভাড়াসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করে থাকে। নগরীর একটি হোটেলে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী একথা বলেন।

স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ (এসইউবি) গতকাল এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

গোল টেবিল বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন, এসইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমেদ, সভাপতি ড. এ এম শামীম, সহসভাপতি ড. মাহবুবুর রহমান লিটন প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক তার বক্তব্যে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শিক্ষার মান এখনও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে নিম্নমানের। তিনি বলেন, আমাদের দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ভালো যা উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায় না। এসব দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনেক ক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ভালো করছে।

শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ মাত্রায় বেতন নিয়ে থাকে। এর ফলে কেবল ধনিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ পায়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা করার সুযোগ থাকা উচিত— একথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসব ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি অথবা বেতন কমিয়ে দিয়ে পড়ালেখার সুযোগ দেওয়া উচিত।

শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে তাদের মোট অর্থের শতকরা ৩০ ভাগ ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা খাতে ব্যয় করার জন্য আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দেশের বিভিন্ন ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট অনুদানের

● শেষের পাতার পর

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গোলটেবিল বৈঠকে ইউনোক্যাল, সিটি ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক, ক্রেডিট এগ্রিকাল ইন্দোসুয়েজ, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, র‍্যাংগস লিমিটেড, আনন্দ কম্পিউটার্স ও ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর শীর্ষ কর্মকর্তারা গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে কর্মকর্তারা মত প্রকাশ করেন যে, ইংরেজির দুর্বলতা, দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা, উদ্যোগের অভাব, লাজুকপনা ও যন্ত্র ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে বাংলাদেশের ব্যবসা প্রশাসন ও কম্পিউটার (গ্রাজুয়েটেরা) অত্যন্ত উঁচু ও আন্তর্জাতিক মান হওয়া সত্ত্বেও কর্মজীবনে যথার্থ সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

এসইউবির উপাচার্য ড. ইয়াজউদ্দীন আহমদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মস্থল হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক।